HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০১ বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২: ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ বা সাধারণ নির্বাচন
টপিক ০৩: দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯
টপিক ০৪: ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন
টপিক ০৫: ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
টপিক ০৬: ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
টপিক ০৭: ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
টপিক ০৮: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬
টপিক ০৯: অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১
টপিক ১০: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮
টপিক ১১: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
টপিক ১৩: নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা
টপিক ১৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক গণতন্ত্রের অর্থ 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র'। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব অপরিসীম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হলো নাগরিকদের প্রতিনিধি বাছাই করার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং সরকার গঠন করে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা এবং অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে '১১ অনুচ্ছেদে' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে যে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বস্তরে সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. গণতান্ত্রিক ভিত্তি: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও কাঠামো সচল রাখার লক্ষ্যে এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২. সর্বজনীন ভোটাধিকার বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে দেবার মানসে সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গ্রহণ করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বয়স্ক) নাগরিক ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকারী।

বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

৩. ভোটার তালিকা ও সম-ভোটাধিকার: প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার জন্য একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা থাকে। এ তালিকা ব্যতিরেকে অন্য কোনো তালিকা গৃহীত ও কার্যকরী হয় না। একজন নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সকল নাগরিকের ভোটদানের সমান অধিকার রয়েছে।

৪. গোপন ভোট পদ্ধতি: গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন হয়।

৫. সরল ভোট পদ্ধতি: বাংলাদেশের ভোট পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রকৃতির। প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সংবলিত ব্যালটপত্রে ভোটারগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীল ব্যবহার করেন। এতে ভোট গণনা কাজে সুবিধা হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

৬. প্রত্যক্ষ ভোট: বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের বেলায় প্রত্যক্ষ ভোটে-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তবে সংসদে মহিলাদের সঠিক নিশ্চিত প্রতিনিধিত্ব রক্ষার্থে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৭. একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনি এলাকা: জনসংখ্যার সমতার নীতি অনুযায়ী গোটা বাংলাদেশকে 'একক প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায়' পরিণত করা হয় এবং প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

৮. নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান: রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ সদস্যরা নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্ষমতায় আসীন থাকেন। মেয়াদ-অন্তে নির্ধারিত সময়ে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে কোনো কারণে যদি আসন শূন্য হয়, নির্ধারিত সময়ে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়।

৯. স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন: বাংলাদেশে যে কোনো পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 'নির্বাচন কমিশন' রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০২ ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ বা সাধারণ নির্বাচন

টপিক ০২: ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ বা সাধারণ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ বা সাধারণ নির্বাচন

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হলে এ সংবিধানের আলোকে সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান প্রণয়নের পর জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করার জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থিগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর মৃত্যুর জন্য অপর একটি আসনের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। এর ফলে ১৯৭৩ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কার্যত ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনের জন্য। ২৮৮টি আসনের জন্য ১৪টি রাজনৈতিক দল থেকে সর্বমোট ১০৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

টপিক ভিত্তিক একাডেমিক কোর্স

১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ বা সাধারণ নির্বাচন

আর্টসকম

১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	প্রাপ্ত সংরক্ষিত মহিলা আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯৩	১৫	১৫	৭৩·২০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	১	—	—	৬·৫২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)	২২৮	—	—	—	৮·৩৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৬৯	—	—	—	৫·৩২
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	০৪	—	—	—	০·২৫
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)	০২	—	—	—	০·১০
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	—	—	—	০·২৮
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	১	—	—	০·৩৩
কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল	০৩	—	—	—	০·২০
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	০৩	—	—	—	০·০৯
জাতীয় কংগ্রেস	০৩	—	—	—	০·০২
জাতীয় গণতন্ত্রী দল	০১	—	—	—	০·০১
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	০১	—	—	—	০·০৪
স্বতন্ত্র	১২০	৫	—	—	৫·২৫
	১০৯০	৩০০	১৫	১৫	১০০

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ বা সাধারণ নির্বাচন

আর্টসকম

এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সব কয়েকটি আসনে প্রার্থী মনোনীত করে এবং ২৯৩টি আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ ৫টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি আসনে বিজয়ী হয়। বিরোধী দলীয় প্রায় সকল প্রধান নেতাই নির্বাচনে পরাজিত হন। একমাত্র প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান বাংলাদেশ জাতীয় লীগের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগ এরপর ১৫টি মহিলা আসনও লাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৩ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

টপিক ০৩: দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর ক্ষমতার বৈধকরণ ও বেসামরিকীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর ঘোষণা করেন যে, 'আগামী ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।' কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় লীগসহ অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সমস্ত বিরোধী দলের মূল দাবি ছিল নির্বাচনের পূর্বেই রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সার্বভৌম ও কার্যকর জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা। বিরোধী দলসমূহের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান বিরোধী দলগুলোর কিছু কিছু দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারিতে ধার্য করেন। উক্ত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

টপিক ভিত্তিক
একাডেমিক কোর্স

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

আর্টসকম

১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি)	২৯৮	২০৭	৪১.১৬%
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫%
ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (মুসলিম লীগ + জামায়াতে ইসলাম)	২৬০	২০	১০.০৮%
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২৪০	৮	৪.৮৪%
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)	২৯২	২	২.৭৮%
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১৪	২	
পাঁচ দলীয় গণফ্রন্ট	৪৬	২	প্রায় ১%
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফ্ফর)	৮৯	১	২.২৫%
সাম্যবাদী দল (এম. এল.-তোয়াহা)	২০	১	প্রায় ১%
জাতীয় একতা পার্টি	৫	১	প্রায় ১%
গণতান্ত্রিক আন্দোলন	১৮	১	১%
নির্দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থী	৪২৫	১৬	১০.১০%

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

এ নির্বাচনে ৫০-৯৫ ভাগ ভোটদাতা ভোট দান করেন। ছোট-বড় প্রায় ২৯টি দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও ১৮টি দল কোনো আসন লাভ করেনি। নির্বাচিত ১৬ জন স্বতন্ত্র সদস্যই পরবর্তীতে বি.এন.পি-তে যোগদান করেন। ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সব ক'টি বি.এন.পি লাভ করে। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৪ ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

টপিক ০৪: ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

এইচ. এম. এরশাদের শাসনামলে তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৭ মে। বিরোধী দলগুলোর দাবির মুখে সরকার এ নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৮ ডিসেম্বর ধার্য করেন। এরপর ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। কিন্তু বিরোধী দলসমূহের চাপের মুখে এসব তারিখেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে কিছুসংখ্যক বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে ১৯৮৬ সালের ৭ মে।

৭ মের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলীয় জোটসমূহের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ২৮টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। বি.এন.পির নেতৃত্বাধীন '৭ দলীয় জোট' এ নির্বাচন বর্জন করে।

সাধারণ নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার ছিলেন ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। ভোটদাতাদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৮৫ এবং অবশিষ্ট ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৯৪ জন ছিলেন মহিলা। এ নির্বাচনে মোট ৩০০ আসনে সর্বমোট ২,১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১,৫২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থীদের মধ্যে ১,০৭৪ জন ছিলেন বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থী এবং ৪৫৩ জন ছিলেন স্বতন্ত্রপ্রার্থী। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য যে কয়েকটি নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয় সেগুলোতে নির্বাচন সম্পন্ন হয় ১৮ এবং ২৯ মে।

টপিক ভিত্তিক
একাডেমিক কোর্স

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আর্টসকম

১৯৮৬ সালের ৭ মে'র নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা হার)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
জামায়েতে ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. বি.)	৯	৫	০.৯১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (এন. এ. পি.)	১০	৫	১.২৯
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	০.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১০	২	০.৭১
সাম্যবাদী দল (এম.এল)	৬	—	০.১৩
গণআজাদী লীগ	১	—	০.০৮
খেলাফত আন্দোলন	৩৯	—	০.৪৩
জনদল	৩৪	—	০.৩৪
বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি	১৪	—	০.২৪
ইসলামী যুক্তফ্রন্ট	২৫	—	০.১৮
জাতীয় জনতা পার্টি	৫	—	০.১৬
অন্যান্য দল	২৪	—	০.১৯
স্বতন্ত্র	৪৫৩	৩২	১৬.১৯
	১৫২৭	৩০০	১০০

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচনকে প্রহসনমূলক নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন। এ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং 'ভোট ডাকাতির' অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ নির্বাচনকে প্রহসনমূলক ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি অভিযোগ করেন যে, 'মিডিয়া ক্যু' করে সরকার এ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের ৩০টি সংরক্ষিত আসনও লাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৫ ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

টপিক ০৫: ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলেও এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক তথা জনগণ এভাবে তাঁর শাসনক্ষমতা গ্রহণ ও রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এজন্য প্রথম থেকেই লে. জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। এ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদ ১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেন। তিনি ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, ৫ দলীয় জোট, জামাতে ইসলামী এ নির্বাচন বর্জন করে। এসব জোট ও দল প্রার্থী মনোনয়নের দিন এবং নির্বাচনের দিন ধর্মঘট পালন করে।

এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পার্টি, ফ্রিডম পার্টি, ২৭ দলীয় ইসলামী জোট, জনদল, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, আ.স.ম. আব্দুর রব-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী দল, শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী।

এ নির্বাচন ছিল প্রহসনমূলক। জনগণ এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে রাজধানী ঢাকায় ৭ জন নিহত ও সমগ্র দেশে প্রায় তিন শতাধিক লোক আহত হয়। নির্বাচনের ফলাফল জনগণকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
জাতীয় পার্টি	৩০০	২৫১
সম্মিলিত বিরোধী দল (আ.স.ম. রব-এর নেতৃত্বাধীন)	২৭০	১৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-সিরাজ)	২৫	০৩
২৩ দলীয় জোট	৩৩	০০
ফ্রিডম পার্টি	১১০	০২
জনদল	১৫	০০
বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন	১৩	০০
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবায়ন পার্টি	১	০০
স্বতন্ত্র	২১৭	২৫
মোট	৯৮৪	৩০০

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৬ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

টপিক ০৬: ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এইচ.এম. এরশাদ নিঃশর্তভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, তাঁর মূল কাজ হবে অতি শীঘ্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রদান করেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম তারিখ ধার্য হয় ১৯৯১ সালের ২ মার্চ। কিন্তু শবেবরাত উপলক্ষ্যে ছুটির দিন হওয়ায় পরবর্তীতে নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বুধবার। মনোনয়নপত্র পেশের তারিখ ধার্য হয় ১৩ জানুয়ারি। নির্বাচনে সর্বমোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৬,১৮,৫৪,৩৫০ জন। এর মধ্যে ভোট দান করেন ৩,৩০,৮৮,৫৬০। অর্থাৎ ৫২-৩৭ভাগ ভোটদাতা ভোট প্রদান করেন। ২৯৮টি আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন ২,৭৭৪ জন এবং ভোট কেন্দ্র ছিল ২৪,১৪২টি। জাতীয় সংসদে মোট ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৯৮টি আসনে। একটি আসনে ১ জন প্রার্থীর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং অপর একটি আসনে ১ জন প্রার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে ঐ দুটি আসনে পরবর্তীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

এ নির্বাচনে বি. এন. পি. জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। বেগম খালেদা জিয়া ও জেনারেল এরশাদ ৫টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সব আসনেই জয়লাভকরেন। আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ ও বাকশাল নেতা আব্দুর রাজ্জাক ২টি করে আসনে জয়লাভ করেন।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদের এ নির্বাচন ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ নির্বাচনে দেশের সবকটি দলই (প্রায় ৭০ থেকে ৭৬টি) অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউই প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন না এবং তাঁদের কার্যকলাপ কোনোভাবে রাজনীতি ও নির্বাচনকে প্রভাবিত করেনি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ ও তাঁর সরকার নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা পালন করা হয়। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়।

টপিক ভিত্তিক একাডেমিক কোর্স

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আর্টসকম

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

(১১ সেপ্টেম্বর উপ-নির্বাচনের এবং ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ সর্বশেষ দলগত অবস্থান)

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১৪২	৩০.৮১
২।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
৩।	জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
৪।	জামায়াতে-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
৫।	বাকশাল	৬৮	০৪	১.৮১
৬।	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	০৫	১.১৯
৭।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	৩১	০১	০.৭৬
৮।	গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	০১	০.৪৫
৯।	ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	০১	০.৭৯
১০।	জাকের পার্টি	২৫১	০	১.২২
১১।	জাসদ (রব)	১৬১	–	০.৭৯
১২।	জাসদ (সিরাজ)	৩১	০১	০.২৫
১৩।	জাসদ (ইনু)	৬৮	–	০.৫০

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আর্টসকম

১৪।	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	০১	০.১৯
১৫।	খেলাফত আন্দোলন	৪৩	–	০.২৭
১৬।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	০১	০.৩৬
১৭।	বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	–	০.১০
১৮।	বাসদ (মাহবুব)	০৬	–	০.০৪
১৯।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	–	০.০২
২০।	ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	২৬	–	০.৩২
২১।	ঐক্য প্রক্রিয়া	০২	–	০.০৩
২২।	জনতা মুক্তি পার্টি	০৮	০	০.০৯
২৩।	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	–	০.৩৫
২৪।	ফ্রিডম পার্টি	৬৫	–	০.২৭
২৫।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (চারটি উপদল)	৮২	–	০.৩৪
২৬।	অন্যান্য দল	২১৮	–	০.৫৩
২৭।	নির্দলীয় প্রার্থী	৪২৪	০২	৪.৩৯
	মোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

বি.দ্র. নির্বাচনের পরে 'বাকশাল' নামক দলটি আওয়ামী লীগে যোগদান করায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯২ জনে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৭ ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

টপিক ০৭: ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার কিছুদিন পূর্বে পঞ্চম সংসদ ভেঙে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করেন। ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েকবার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও তা পরিবর্তিত হয়। নির্বাচন কমিশন সর্বশেষে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করে।

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলামী, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলসহ প্রায় সব বিরোধী দল পূর্বের মতোই দাবি জানাতে থাকে যে, জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে হবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নয়। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন এবং নির্বাচনের দিন হরতাল ডেকে বিরোধী দলগুলো ভোটারদের ভোটদানে বিরত রাখার চেষ্টা চালায়। এর ফলে নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে তা সহিংস রূপও ধারণ করে।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক ভোটার ভোটদান করে। দেশের এবং বিদেশ থেকে আগত সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং বুদ্ধিজীবিগণ অর্থাৎ সকল মহল থেকে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রচারিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত, ভোটারবিহীন এবং প্রহসনমূলক নির্বাচন। এ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করার শেষ তারিখ ছিল ১৯৯৬ সালের ১৭ জানুয়ারি। ১৮ জানুয়ারি ছিল মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের দিন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ছিল ২৩ জানুয়ারি। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি।

ষষ্ঠ সংসদে দলগত অবস্থান

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট প্রাপ্ত আসন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনসহ)	২৭৮	৩০	৩০৮
জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (NDA)	০১	—	০১
স্বতন্ত্র	১০	—	১০
নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি	১১	—	১১
সর্বমোট =	৩০০	৩০	৩৩০

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ষষ্ঠ সংসদের আয়ু ছিল মাত্র ১১ দিন। এ সংসদে ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত হয় বাংলাদেশ সংবিধানের 'ত্রয়োদশ সংশোধন আইন'। এ সংশোধনী আইনের ফলে সৃষ্টি হয় 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৮ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

টপিক ০৮: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ২,৮৭,৫৯,৯৯৪ এবং মহিলা ভোটার ছিলেন ২,৭৯,৫৬,৯৪১ জন। ভোটকেন্দ্র ছিল ২৫,৯৫৭টি এবং ভোটকক্ষ ছিল ১,১৪,৭৪৯টি। ৮১টি রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করেছিল। নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিলেন ২,৫৭৪ জন। এর মধ্যে স্বতন্ত্রপ্রার্থী ছিলেন ২৭৯ জন। মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩৬ জন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল প্রায় ৪ লক্ষ পুলিশ, বিডিআর ও আনসার। প্রায় ৩৫ হাজার দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কয়েকটি কারণে বাংলাদেশের নির্বাচন ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের সাতটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে এ নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে এর প্রকৃতি এবং চরিত্রগত কারণে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. অতীতে অনুষ্ঠিত সাতটি নির্বাচনের মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সর্বাপেক্ষা বেশি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।.

২. এ নির্বাচনে অহিংসতা, হানাহানি এবং অপঘাতে মৃত্যুর সংখ্যাও পূর্বেকার ৬টি নির্বাচন থেকে অনেক কম। ভোটকেন্দ্রগুলোতে সন্ত্রাস এবং ভোটকেন্দ্র দখলের মত ঘটনাও ঘটেছে পূর্বের ৬টি নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম। নির্বাচন কমিশনের কঠিন এবং যথাযোগ্য কার্যক্রমের ফলেই নির্বাচনকে এতটা কারচুপি ও সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

৩. ঋণখেলাপি বলে ঘোষিত যেসব ব্যক্তিকে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশন তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করে।
৪. ব্যাপক সংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক এবারের নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে।
৫. এ নির্বাচন ছিল নিরপেক্ষ, অবাধ ও কারচুপিবিহীন। কেননা নির্বাচনী আচরণমালায় এবারে অনেক নতুন নিয়ম ও কড়াকড়ি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৭৩টি আসনের ফল প্রকাশ করা হয়। ২৭টি আসনের ১২২টি ভোট কেন্দ্রে সহিংসতার কারণে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়। ২৭৩টি আসনের যে ফলাফল নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে তাতে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৩৪টি আসন, বি.এন.পি ১০৪টি আসন, জাতীয় পার্টি ২৯টি আসন, জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসন, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি আসন, জাসদ (রব) ১টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ১টি আসন লাভ করেছেন। ১৯ ও ২২ জুন অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে দেখা যায় যে, মোট ২৭টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১২টি আসন, বিএনপি পেয়েছে ১২টি আসন এবং জাতীয় পার্টি পেয়েছে ৩টি আসন। মেহেরপুর থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগদান করে। সুতরাং ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা হলো নিম্নরূপ:

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সাধারণ আসন সংখ্যা	সংরক্ষিত মহিলা আসন	প্রাপ্ত মোট আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	২৭	১৭৩	৩৭.৪৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	৩০০	১১৬	×	১১৬	৩৩.৬১
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	৩	৩৫	১৬.৩৯
জামায়াতে-ই-ইসলামী	৩০০	০৩	×	৩	৮.৬১
ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৫	১	×	১	১.০৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৬৭	১	×	১	০.২৩
জাকের পার্টি	২৪১	×	×	×	০.৩৯
গণ ফোরাম	১০৪	×	×	×	০.১২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৩০	×	×	×	০.১২
ফ্রিডম পার্টি	৫৪	×	×	×	০.০৯
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৬	×	×	×	০.০৮
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৩৬	×	×	×	০.১১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৪	×	×	×	০.১৩
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	৩১	×	×	×	০.০২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২৩	×	×	×	০.০১
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৩	×	×	×	০.০৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির)	২১	×	×	×	০.০১
অন্যান্য দল	২২১	×	×	×	০.৪৮
নির্দলীয় প্রার্থী	২৮৫	০১	×	১	১.০৬
মোট	২৫৭৪	৩০০	৩০	৩৩০	১০০

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ০৯ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

টপিক ০৯: অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার মেয়াদ শেষে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। উক্ত তারিখেই অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.), জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (না-ফি) এবং ইসলামী ঐক্যজোট "৪ দলীয় ঐক্যজোট" গঠন করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে সর্বমোট ৫২টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। মোট ৩০০টি আসনের জন্য সর্বমোট প্রার্থী ছিলেন ১৯৩৩ জন এবং এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ৪৯৪ জন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সাধারণ আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত সংরক্ষিত মহিলা আসন	প্রাপ্ত সর্বমোট আসন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	২৫২	১৯৩	৪০.৯৭	৩৬	২২৯
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	৬২	৪০.১৩	৫	৬৭
জামায়াতে ইসলামী	৩১	১৭	৪.১৮	×	১৭
ইসলামী ঐক্যজোট	৬	২	০.৬৮	×	২
জাতীয় পার্টি (না-ফি)	১১	৪	১.১২	×	৪
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১৪০	১	০.৪৪	×	১
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	১	০.৪৭	×	১
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট (জাতীয় পার্টি)	২৮১	১৪	৭.২৫	৪	১৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭৬	×	০.২১	×	×
বাম গণতান্ত্রিক জোট (১১ দল)	১৭৫	×	০.২৫	×	×
অন্যান্য দল	১৪২	×	০.১৪	×	×
স্বতন্ত্র	৪৮৬	৬	৪.০৬	×	৬
মোট =		৩০০	১০০.০০	৪৫	৩৪৫

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (B.N.P)-এর নেতৃত্বাধীন "৪ দলীয় জোট" সর্বমোট ২১৬টি আসন লাভ করে। এ ২১৬ আসনের মধ্যে বি. এন. পি. লাভ করে ১৯৩টি, জামায়াতে ইসলাম ১৭টি, জাতীয় পার্টি (না-ফি) ৪টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট লাভ করে ২টি আসন। আওয়ামী লীগ আসন লাভ করে মাত্র ৬২টি। নির্বাচনি ফলাফল দেশে-বিদেশে সকলকেই অবাক করে দেয়। কেননা নির্বাচনের পূর্বে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে আওয়ামী লীগ এ অভিযোগ করে যে, এ নির্বাচনে "স্থুল কারচুপি" হয়েছে, আওয়ামী লীগের কর্মীবাহিনীকে নির্বাচনের পূর্বে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ঘরছাড়া করা হয়েছে, নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোটদান করতে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে "৪ দলীয় জোট" থেকে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন খুবই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ১০ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

টপিক ১০: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

২০০৮ সালের ২ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৮ ডিসেম্বর। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ অনেক দলই নিজ নিজ দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। ২৩ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণা করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়। সকল দল তা মেনে নেয়। ৩০ নভেম্বর সমগ্র দেশে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। এবারই প্রথম এদেশের কোনো নির্বাচনে মিছিল, শ্লোগান, শোডাউন ছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয়। ঋণখেলাপিরা যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৩ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রথম দিনে শতাধিক প্রার্থী এবং ৪ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষদিন ৫৫৭ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয়। ৫ ডিসেম্বর বিল ও ঋণখেলাপি হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ অন্যান্য দলের ১২১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয়। বহু নাটকীয় ঘটনার পর জাতীয় পার্টি ১১ ডিসেম্বর মহাজোটে থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৫ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৫৯৭ জনকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা প্রদান করে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শুরু হয় সব জোট ও দলের নির্বাচনি প্রচারণা। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহারে চাল-ডাল-তেল-সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নির্বাচনি ইশতেহারে শেখ হাসিনা 'দিন বদলের ডাক' দেন। বিএনপি ও ৪ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদিন সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত শেষে নির্বাচনি প্রচার কাজ শুরু করেন। ৪ দলীয় জোটের নির্বাচনি শ্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘোষণা প্রদান করে। ২০ ডিসেম্বর ৫০ হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে নির্বাচনি কাজে মোতায়েন করা হয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা ও গুজবকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দুই বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে। এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন অসংখ্য দেশীয় পর্যবেক্ষক- এসেছিলেন বহু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকও। এসব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের এবং দেশীয় লেখক-বুদ্ধিজীবী তথা সুশীল সমাজের বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এতটা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অতীতে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচনের পূর্বে প্রচার কাজে নিয়োজিত মাইকের হর্ন মানুষকে কষ্ট দেয়নি বা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায়নি। প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচার মিছিল, গাড়িবহর ও মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে শোডাউন এবারে ছিলনা- ছিলনা রাস্তাঘাট দখল করে নির্বাচনি সভা-সমাবেশের নামে পথচারী মানুষের অভাবনীয় দুর্ভোগ, চোখে পড়েনি মারামারি-হানাহানি, বাড়িঘরের দেয়ালগুলোতে প্রার্থীর গুণগান লিখে নোংরা করার কদর্য দৃশ্য। গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাটি ছিল গোছানো, সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন। এ দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এটি ছিল এক মাইলফলক।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

জোট ও দলওয়ারী ফলাফল

জোট ও দলের নাম	প্রাপ্ত সাধারণ আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	সংরক্ষিত মহিলা আসন
মহাজোট : প্রাপ্ত আসন = ২৬২			
আওয়ামী লীগ	২৩০	৪৯.০২%	৩৬
জাতীয় পার্টি	২৭	৬.৬৫%	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৩	০.৭২%	—
ওয়ার্কার্স পার্টি	২	০.৩৭%	—
৪ দলীয় জোট : প্রাপ্ত আসন = ৩৩			
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	(২৯+১) = ৩০	৩২.৭৪%	৫
জামায়াতে ইসলামী	২	৪.৫৫%	—
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১	০.২৫%	—
অন্যান্য : প্রাপ্ত আসন = ০৫			
স্বতন্ত্র	৪	স্বতন্ত্র ও অবশিষ্ট দলসমূহ ৭.০৪%	—
এলডিপি	১	০.২৭%	—
	মোট = ৩০০	১০০.০০%	মোট = ৪৫

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

এ নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার ছিল ৮৭.১৬%। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪৯.০২%, বিএনপি ৩২.৭৪%, জাতীয় পার্টি ৬.৬৫%, জামায়াতে ইসলামী ৪.৫৫% এবং স্বতন্ত্র ও অবশিষ্ট দলগুলো ৭.০৪% ভোট লাভ করে। ৬০% প্রার্থী জামানত হারান। ঢাকা ও সিলেট বিভাগে বিএনপি কোনো আসন লাভ করেনি, চট্টগ্রাম বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো বিভাগে জামায়াত জয়যুক্ত হয়নি। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সব বিভাগে আসন লাভ করে। মাত্র ৮টি রাজনৈতিক দল আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৯ জন মহিলা প্রার্থী ২৩টি আসনে সরাসরি নির্বাচন করে জয়যুক্ত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ১১ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

টপিক ১১: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের অধীন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা করে। ঘোষিত এ তফসিল নিম্নরূপ:
মনোনয়নপত্র দাখিল : ২ ডিসেম্বর, ২০১৩; মনোনয়নপত্র বাছাই ৫ ও ৬ ডিসেম্বর, ২০১৩; প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩; প্রতীক বরাদ্দ ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয় ৫ জানুয়ারি, ২০১৪।
এ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন ১১০৭ জন। এর মধ্যে ৮৭৫ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষিত হয়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন ৩৩৫ জন। নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিল ৫৪০ জন। নির্বাচনে নিবন্ধিত ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মোট ১২টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৯,১৯,৬৬, ২৯০ জন। এর মধ্যে ভোট প্রদান করেন ৪,৩৬,০৮,৬৭০ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৮,১২৩টি এবং ভোটকক্ষ ছিল ৯০,৭২৪টি। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি-জামাত জোট নির্বাচন বয়কট করে। শুধু তাই নয়, এ জোটটি নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রতিহত করারও ঘোষণা প্রদান এবং তা কার্যকর করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

১৫৪ জন একক প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচন কমিশন তাঁদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে। দলওয়ারী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন-

আওয়ামী লীগ	১২৭ জন
জাতীয় পার্টি	২১ "
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৩ "
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২ "
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১"
সর্বমোট	১৫৪ জন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা		প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	সংরক্ষিত মহিলা আসন	সর্বমোট প্রাপ্ত আসন
		বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত			
আওয়ামী লীগ	২৪৬	১২৭	১০৬	৭৩.৩১	৪২	২৭৫
জাতীয় পার্টি	৮৫	২১	১৩	৭.১৬	৬	৪০
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২৮	১	১	০.৪৯	—	২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২৪	৩	২	১.২৭	১	৬
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	২২	—	১	০.৬৭	—	১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১৮	২	৪	২.২২	১	৭
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	৬	—	—	০.০৪	—	—
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৩	—	২	০.৮০	—	২
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	২	—	—	০.০৪	—	—
গণতন্ত্রী পার্টি	১	—	—	০.০১	—	—
গণফ্রন্ট	১	—	—	০.০২	—	—
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১	—	—	০.০২	—	—
স্বতন্ত্র	১০৩	—	১৬	১৩.৯৫	—	১৬
		সর্বমোট = ১৫৪	সর্বমোট = ১৪৫	১০০.০০	৫০	৩৪৯

* ৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩ আসনটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে জাতীয় পার্টি। বাংলাদেশের ১৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে দশম সংসদ নির্বাচন সর্বাধিক ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধ আন্দোলন প্রভৃতি কারণে দশম সংসদ নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতিও ছিল পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর চেয়ে অনেক কম। নির্বাচন কমিশনের মতে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ৪০%। এর মধ্যে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ প্রথম দফায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩৯.৮৩% এবং ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ দ্বিতীয় দফায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩৯.৩৯% ভোট প্রদান করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ১২ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

টপিক ১২: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ক. একনজরে নির্বাচনি তথ্য

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮
ভোট গ্রহণ হয়	২৯৯ আসনে
ভোট গ্রহণ স্থগিত থাকে	গাইবান্ধা-৩ আসনে
মোট প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল	৩৯টি
মোট প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক জোট	৫টি
মোট প্রার্থী	১৮৬১ জন
মোট দলীয় প্রার্থী	১৭৩৩ জন
মোট স্বতন্ত্র প্রার্থী	১২৮ জন
মোট নারী প্রার্থী	৬৮ জন
মোট ভোটার	১০,৪২,৩৮,৬৭৭ জন
মোট পুরুষ ভোটার	৫,২৫,৭২,৩৬৫ জন
মোট নারী ভোটার	৫,১৬,৬৬,৩১২ জন
মোট ভোট কেন্দ্র	৪০,১৮৩টি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

মোট নির্বাচনি কর্মকর্তা	৬,৬২,৭৬৭ জন
দায়িত্বে নিয়োজিত মোট ম্যাজিস্ট্রেট	১৯৬৮ জন
মোট পর্যবেক্ষক (দেশীয়)	২৫,৯০০ জন
মোট পর্যবেক্ষক (বিদেশি)	১০২ জন
প্রদত্ত ভোট	৮,২২,৫৫,৫৪৪
প্রদত্ত ভোটের হার	৭৮.৯১%

জামানতের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকা

- জামানত বাজেয়াপ্ত হয় ১৪২২ জন প্রার্থীর

খ. EVM এ ভোট গ্রহণ করা হয় যেসব আসনে-

আসন	আসন
রংপুর-৩	ঢাকা-৬
খুলনা-২	ঢাকা-১৩
সাতক্ষীরা-২	চট্টগ্রাম-৯

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

গ. দলভিত্তিক প্রাপ্ত আসন

অংশগ্রহণকারী দল	প্রার্থী সংখ্যা	প্রতীক	প্রাপ্ত আসন	শতকরা হার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬০	নৌকা	২৫৭	৭৬.৮০%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	২৫৭	ধানের শীষ	৬	১৩.৫১%
জাতীয় পার্টি	১৭৫	লাঙ্গল	২২	৫.৩৭%
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৯৭	হাতপাখা	—	১.৫৩%
জাকের পার্টি	৯০		—	
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৭৯		—	
বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি	৭৪		—	
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বি.এন.এফ)	৫৭		—	
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪৮		—	
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	৪৪		—	
বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২৮		—	
গণফোরাম	২৮		২	

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২৬	নৌকা (মহাজোটের প্রতীক)	২	
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৫		—	
ইসলামী ঐক্যজোট	২৫		—	
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২৪		—	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১৯		—	
ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ	১৮		—	
বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন	১৭	নৌকা (মহাজোটের প্রতীক)	১	
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)	১৪		—	
গণফ্রন্ট	১৩		—	
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১২		—	
খেলাফত মজলিস	১২		—	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১১	নৌকা (মহাজোটের প্রতীক)	২	
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১১	নৌকা (মহাজোটের প্রতীক)	১	
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৮		—	
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৮		—	

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

অংশগ্রহণকারী দল	প্রার্থী সংখ্যা	প্রতীক	প্রাপ্ত আসন	শতকরা হার
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৮	নৌকা (মহাজোটের প্রতীক)	৩	
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮		—	
গণতন্ত্রী পার্টি	৬		—	
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	৫		—	
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	৪		—	
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৩		—	
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	৩		—	
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৩		—	
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট	২		—	
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	২		—	
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এম.এল)	২		—	
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বি.এম.এল)	১		—	
স্বতন্ত্র			৩	
মোট আসন			২৯৯	

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ঘ. জোটভিত্তিক প্রাপ্ত আসন

মহাজোট	২৮৮
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	৮
স্বতন্ত্র	৩
মোট	২৯৯

ঙ. সংরক্ষিত নারী আসন

মোট সংরক্ষিত আসন = ৫০টি

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ	৪৩
জাতীয় পার্টি	৪
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	২
	মোট = ৫০

টপিক ভিত্তিক
একাডেমিক কোর্স

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আর্টসকম

চ. বিভাগওয়ারী ফলাফল

বিভাগ	আসন	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	বি.এন.পি	গণফোরাম	ওয়ার্কার্স পার্টি	জাসদ	বিকল্প ধারা	তরীকত ফেডারেশন	জে.পি.	স্বতন্ত্র
রংপুর	৩২	২৪	৭	১	০	০	০	০	০	০	০
রাজশাহী	৩৯	৩১	২	৪	০	১	০	০	০	০	১
ময়মনসিংহ	২৪	২২	২	০	০	০	০	০	০	০	০
সিলেট	১৯	১৬	১	০	২	০	০	০	০	০	০
চট্টগ্রাম	৫৮	৫১	২	১	০	০	১	১	১	০	১
বরিশাল	২১	১৭	৩	০	০	০	০	০	০	১	০
খুলনা	৩৬	৩৪	০	০	০	১	১	০	০	০	০
ঢাকা	৭০	৬২	৫	০	০	১	০	১	০	০	১
মোট	২৯৯	২৫৭	২২	৬	২	৩	২	২	১	১	৩

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ১৩ নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা

টপিক ১৩: নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নাগরিকগণ সরকার গঠন করে।

নির্বাচনে নাগরিকের বিশেষ করে বাংলাদেশের নাগরিকের ভূমিকা নিম্নরূপ :

১. প্রতিনিধি নির্বাচন: নির্বাচনে নাগরিকের প্রাথমিক ভূমিকা হচ্ছে প্রতিনিধি নির্বাচন করা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেসব রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে, সেসব দেশের নাগরিকগণ সংসদ সদস্যগণকে নির্বাচিত করে থাকেন। বাংলাদেশসহ অনেক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদ সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাঁদের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে থাকেন। এছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাগরিকগণ তাঁদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। বাংলাদেশের নাগরিকগণ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের সদস্য ও প্রধানকে নির্বাচিত করে থাকেন।

নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা

২. প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। বাংলাদেশে একজন নাগরিক নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারেন। নির্বাচকমণ্ডলী একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে পছন্দের বা যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করে থাকেন।

৩. নির্বাচনি প্রচারণা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনি প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে ও তার সপক্ষে প্রচারণা চালায়। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়ন করে না, তবে অনেক সময় দলীয় কোনো প্রার্থীকে সমর্থন জানাতে এবং তাঁর পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারে। বাংলাদেশে নির্বাচন এলে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নির্বাচনকালীন সময়ে যেন সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান না করা হয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেন নির্বাচনি প্রচারকেন্দ্রে পরিণত না হয়, শোডাউন ও সমাবেশ করতে গিয়ে জনজীবনে স্বাভাবিক চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয় সেজন্য ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় 'রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণমালা' প্রণয়ন করেছে।

নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা

৪. বিবিধ: এছাড়াও নাগরিকগণ যেন প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে পারেন সেজন্য বাংলাদেশে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পত্তির বিবরণসহ মোট আটটি তথ্য হলফনামায় নির্বাচনের পূর্বেই প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে একজন নাগরিক প্রার্থীর ভালোমন্দ যাচাই করে অনেকটা নির্ভুলভাবে প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেন। এছাড়াও একজন নাগরিক নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সুতরাং নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই নাগরিকগণ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। জনগণের কল্যাণে যে ব্যক্তি বা দল সচেষ্ট থাকে, নাগরিকগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকেই স্থানীয় সরকার, আইনসভা তথা মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ প্রদান করে থাকে

নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহনের গুরুত্ব

গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন ক্ষমতা। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাচীনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল কম। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নগর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা বিপুল। এখন আর জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন এবং শাসন কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রচলিত। নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে অর্থাৎ তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আইন প্রণয়ন এবং সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আর প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণ তথা নাগরিকদের পক্ষেই শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকে। এজন্য বর্তমান গণতন্ত্রের অর্থই হলো প্রতিনিধিত্বমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্তই হচ্ছে নির্বাচন। এজন্যই বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ১৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।জনপ্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয় কীসের মাধ্যমে?[কু. বো. ২০১৯]

ক. নির্বাচন খ. সভাসমিতি গ. জনমত ঘ. গণমাধ্যম

২।কত বছর বয়স্ক নাগরিক বাংলাদেশে ভোটাধিকার লাভ করে?[কু. বো. ২০১৭; সি. বো. ২০১৬; দি. বো. ২০১৯]

ক. ১৬ খ. ১৭ গ. ১৮ ঘ. ২১

৩।নির্বাচনের সময় নাগরিকগণ যে ভূমিকা পালন করতে পারেন-[চ. বো. ২০১৭]

i. নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে চলা

ii. শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করা

iii. সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। গণভোট কী? [চ. বো. ২০১৬]

ক. হ্যাঁ বা না ভোট খ. জনগণের ভোট গ. সার্বজনীন ভোট ঘ. গণতন্ত্রের ভোট

৫।স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গণভোট হয় কত সালে?[কু. বো. ২০১৬]

ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭ গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৯

৬।উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি নিচের কোন্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?[সি. বো. ২০১৯]

ক. সরকারি কর্ম কমিশন খ. দুর্নীতি দমন কমিশন

গ. নির্বাচন কমিশন ঘ. তথ্য কমিশন

৭।বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-[কু. বো. ২০১৭]

i. সার্বজনীন ভোটাধিকার

ii. সীমিত ভোটাধিকার

iii. গোপন ভোটদান পদ্ধতি

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮।বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কাজ হলো-

i. ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা

ii. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা

iii. সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:[ঢা. বো. ২০১৬]

সুমন, শাহানা ও বাবুল বাংলাদেশের নাগরিক। তারা নির্বাচন কমিশনারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেয়। তাদের সমর্থিত প্রার্থী চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উক্ত সংসদ সদস্য সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন।

৯।উদ্দীপকে নির্বাচকমণ্ডলী কে?

ক. সরকার খ. নির্বাচন কমিশন গ. সুমন, শাহানা ও বাবুল ঘ. সংসদ সদস্যবৃন্দ

১০।উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মত নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে-

i. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়

ii. শাসনকার্যে অংশীদারিত্ব হয়

iii. প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যকার দূরত্ব সৃষ্টি হয়

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

টপিক – ১৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মিতু তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শুনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে ঐ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন।[ঢা. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. দুর্নীতি দমন কমিশন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন্ নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক"-তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গত ৩০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সরকারের প্রতিষ্ঠানটি প্রার্থীদের আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রচার এবং কার্যকর করে।[কু. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংক্ষেপে কী বলা হয়?

খ. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবি কী? তাঁর ক্ষমতা বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের কোন্ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত? তার গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনা কর।

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮। এদিন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দু বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে। এ নির্বাচনের সময় প্রচার কাজে নিয়োজিত মাইকের হর্ন মানুষকে কষ্ট দেয়নি, বা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায়নি। প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচার মিছিল, গাড়িবহর ও মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে শোডাউন এবারে ছিল না।

প্রশ্ন:

ক. নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ কী?

খ. গণভোট কী?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনটিকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা কর।

ঘ. 'বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন'-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU